16

আজকের কাগজ

তারিখ 27 DEC 1994 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ঝিনেদায় ৫৭ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

ঝিনেদার ৬ থানায় ৫৭ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সমগ্র ঝিনেদায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯শ' ১৬ জন। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের এসব শিশুর অধিকাংশই চরম দারিদ্র্যের কারণে স্কুলে ভর্তির পর ড্রপ আউটের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে ঝিনেদায় ৪শ' ৭টি সরকারি এবং ১শ' ৫৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৮২ হাজার ১শ' ৬২ জন শিশু পড়াশোনা করছে। বাকি ৫৬ হাজার ৭শ' ৫৪ জন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। এছাড়া এ জেলায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ২৬ দশমিক ৫২ ভাগ শিশু প্রতিবছর ড্রপ আউটের শিকার হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে বই ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলেও দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। অভাবী দিনমজুর ও কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার চাইতে অন্যান্য কাজ করে অর্থ উপার্জনকে শ্রেয় বলে মনে করে। অনেকে পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষি কাজে পিতাকে সাহায্য করে থাকে। এভাবে কাজ করতে করতে একদিন তাদের শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে থাকে। গ্রাম এলাকায় ফসল বোনা ও কাটার মৌসুমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম থাকে। শিক্ষার প্রসারকল্পে বাস্তবমুখী নীতিমালা, শিক্ষক কর্মচারি আসবাবপত্র ও উপকরণ সংকট, সামাজিক সচেতনতার অভাবে ঝিনেদায় একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিকে অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাবে দেশের সর্বাধিক ভয়াবহ আত্মহত্যা, সামাজিক অপরাধ ও অস্ত্রের ঝনঝনানি বেড়েই চলেছে। অশিক্ষিত যুবকরা জীবনের পথ খুঁজতে যেয়ে এসব নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে অকালে জীবন হারাচ্ছে। শৈলকুপা থেকে সদরুল আইন।